THE BANGLADESH OBSERVER

... 20 ...

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

রাবি আজ খুলছে ॥ শিবির ছাত্রদলের ডাকে ৭২ ঘণ্টার ধর্মঘট, ব্যাপকসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন

আনিসুজ্জামান, রাজশাহী থেকে ॥ আজ মঙ্গলবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। গতকাল সোমবার আবাসিক হলসমূহ ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল তাদের ভাষায়, "ছাত্রদের নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা" প্রত্যাহারের দাবিতে আজ মঙ্গলবার থেকে ২২ মার্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ৭২ ঘণ্টা ধর্মঘট আহ্বান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করেছে। ক্যাম্পাস সূত্রগুলো জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও মূলত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাম্পাসে ৩ দিনের ধর্মঘট আহ্বান করায় ছাত্রছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা ক্যাম্পাসে আবারও সহিংস ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসীদের 'ফলপ্রসূ আলোচনায় ক্ষতিপূরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর মহানগর জামায়াত নেতাদের চাপের মুখে সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনুর নির্দেশে মহানগর ছাত্রদল নেতাদের সাথে শিবির নেতারা বৈঠকে বসে। বৈঠকে নেতৃবৃন্দ তাদের ভাষায়, "রাবি ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং মহানগর ছাত্রদল ও শিবিরের সভাপতিসহ ছাত্রনেতৃবৃন্দের নামে দায়েরকৃত জননিরাপত্তা আইনের মামলা প্রত্যাহারের জন্য ক্যাম্পাসে ২০ থেকে ২২ মার্চ ধর্মঘট আহ্বান করেছে। এদিকে গতকাল সোমবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বিনোদপুর বাজারে "সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে" ছাত্রদল ও শিবিরকর্মীরা সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্রদল ও শিবির নেতারা আজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্তকে "হঠকারী" উল্লেখ করে তা প্রত্যাহারের দাবি জানায়, অন্যথায় লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে ক্যাম্পাস "বন্ধ" করে দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। ছাত্রদল ও শিবিরকর্মীদের এই হুঁশিয়ারির কারণে হলে ফেরা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সোমবার সন্ধ্যার পূর্বেই হল ত্যাগ করে শহরে চলে গেছে।

তোপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

গত ১৬ ফেব্রুয়ারির সহিংস ঘটনা মোকাবিলা এবং শিবির ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে "বিতর্কিত" ভূমিকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তোপের মুখে।

দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, এসব কারণে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। সূত্র মতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খান ও রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাবি সিন্ডিকেট সদস্য এ্যাডভোকেট এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনকে রবিবার জরুরীভাবে ঢাকায় তলব করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের সাথে বৈঠক ও আলাপ-আলোচনা করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কতিপয় কর্মকর্তার মৌলবাদী শিবিরচক্রের সাথে আঁতাত ও সমঝোতার ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ঘটনায় জড়িত শিবির ক্যাডারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপাচার্যকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খান সোমবার প্রদত্ত এক আবেদনে সকল শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল মহলের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে ক্লাস শুরু, স্থগিত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সেশনজট দূরীকরণ এবং রাজশাহীর অর্থনীতি সচল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের একান্ত সহযোগিতা কামনা করেছেন।